



12292 - সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়তার হক আদায় করা

প্রশ্ন

আমার কয়েকজন ববাহতি বোন রয়েছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর আমার মা অন্য লোকের সাথে ববাহি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আমি চাকুরী করি সনোবাহনীতে। তাদেরকে দেখে শুনতে যাওয়ার আগ্রহ আছে। কিন্তু চাকুরীর কারণে যেতে পারি না। আমি নিজিও ববাহতি। আমি যদি আমার পরিবারকে রেখে যাই ন্যুনতম ৩ দিন সখোনে থাকতে হবে। এ সময়কালে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে আশংকায় থাকতে হয়। এমতাবস্থায় আমি কি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী হব; যদি দীর্ঘ ১০ মাস যাবত আমি তাদেরকে দেখতে যেতে না পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ফরজ। প্রাধান্য পাবে নিকটতর আত্মীয়; এরপর তার পরের স্থানে যারা রয়েছেন তারা। আত্মীয়তার হক আদায় করার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নহিত রয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী হারাম ও কবরি গুনাহ। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “ক্ষমতালাভকরলে, সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্কারবে। এদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করবে, অতঃপর তাদেরকে বধি ও দৃষ্টিশক্তিহীন করবে।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২২, ২৩] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” [সহি মুসলিম] এছাড়াও এক ব্যক্তি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কার সবা করব? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার বাবার। এরপর ক্রমধারায় অন্য নিকটাত্মীয়দের। [সহি মুসলিম] সহি হাদিসে আরও এসছে- “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তারা রুজি রোজগারে বরকত আসুক এবং মৃত্যুর পর তার সুনাম অটুট থাকুক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে”।

এ অর্থবোধক হাদিস আরও অনেকে রয়েছে। আপনার কর্তব্য হচ্ছে- সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়তার হক করা। যদি সম্ভব হয় দেখতে যাওয়ার মাধ্যমে। কথিবা চঠিপিত্রের মাধ্যমে, কথিবা টেলিফোনের মাধ্যমে। নিকটাত্মীয় গরীব হলে সম্পদ খরচ করেও আত্মীয়তার হক আদায় করার বধি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর” আল্লাহ আরও বলেন: “আল্লাহ সাধ্যেরে বাইরে কারো উপর দায়িত্ব আরোপ করেন না।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:



“আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশে দই তখন সাধ্যানুযায়ী তোমরা সই নির্দেশে পালন কর।”[সহি বুখারি ও সহি মুসলমি]

আল্লাহ সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির কাজ করার তাওফিক দিনি